দৈনিক বাংলা

০2 NOV 1987

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ সোমবার, ১৫ই কার্তিক, ১৩৯৪ ঃ ২রা নবেম্বর, ১৯৮৭

সার্ক শীর্ষ বৈঠক

আজ নেপালে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের তৃতীয় শীর্ষ বৈঠক। বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন সার্কভুক্ত সাতটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ। সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকায়। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতের বাঙ্গালোরে। তৃতীয় সম্মেলন বসছে নেপালের কাঠমন্ডুতে।

দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মহলে শান্তি ও সহযোগিতার সংস্থা হিসাবে অভিনন্দন লাভ করেছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই সংগঠনকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে ও সাংগঠনিক অবয়বে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। এবং তার এই শ্রম ও কর্মনিষ্ঠা ভারতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সার্ক সম্মেলনেও প্রশংসিত হয়েছে।

আমাদের এই সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে সহযোগিতায় বাঁচার মূলমন্ত্র। দেশে দেশে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নানা ধরনের সমস্যা ও বিরোধ বিরাজমান। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও এর ওপর মাথা উঁচু করে আছে সহযোগিতার আদর্শ। সার্কও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই আঞ্চলিক সহযোগিতার অঙ্গীকার নিয়েই। এই অঞ্চলে গঠিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এই সংস্থা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারলে তা বিশ্বশান্তি ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও রাখতে পারবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সার্কের দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠকের ঘোষণায়ও বলা হয়েছিল সার্কভুক্ত দেশসমূহের সার্বভৌম সমতা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার দৃঢ় অঙ্গীকার। ঘোষণায় নেতৃবৃন্দ বলেন, সার্বভৌম সমতা আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, শক্তি প্রয়োগ না করা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির নীতিমালা অবিচলভাবে মেনে চলার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

সার্ক ইতিমধ্যেই একটি দৃঢ় ভিত্তি অর্জন করেছে। নানান ক্ষেত্রে সহযোগিতার পথও প্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত এর লক্ষ্য জনগণই। সার্কভুক্ত দেশগুলিতে একশ কোটি লোকের বাস এবং এখানকার জনসাধারণের মূল সমস্যাই দারিদ্র্য। এই অঞ্চলের জনগণের দারিদ্র্য মোচনে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা। সার্ক দেশসমূহের জনগণের দারিদ্র্য দূর করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করানোর ব্যবস্থাই আশু প্রয়োজন। আমরা আশা করি, সার্ক-এর বর্তমান সম্মেলনে সে ব্যাপারে গঠনমূলক পদক্ষেপ নেয়া হবে। যদিও একথা সত্য যে দক্ষিণ এশিয়ার এই সাতটি দরিদ্র দেশের প্রায় একশ কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন সহজ কাজ নয়। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভের পর প্রতিটি দেশকেই কমবেশী সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হচ্ছে। এ লড়াইয়ে কোথায়ও কোথায়ও যেমন কিছু কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তেমনি ব্যর্থতাও আছে। এই ব্যর্থতা কাটিয়ে জনগণের দারিদ্র্য মোচনের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থাই এখন প্রয়োজনীয়।

যদিও সার্ক দ্বিপক্ষীয় বিরোধ কিংবা সমস্যা আলোচনার মঞ্চ নয় তবু সার্ক ফোরাম সকল সংকট ও সমস্যা নিয়ে মত বিনিময়ের মঞ্চ হিসাবে কাজ করতে পারে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সংকট ও সমস্যা একাধিক। মত বিনিময়ের মাধ্যমে এসব সমস্যা সুরাহার পথ উদ্ভাবন করা গেলে সার্ক আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিরাট অবদান রাখতে পারবে। সেজন্য আমরা চাই সংঘর্ষের পন্থা পরিহার করে সার্ক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করতে পারে।

আমরা তৃতীয় সার্ক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। আমরা বিশ্বাস করি, সার্ক-এর কাঠামোর ভেতরে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একশ কোটি মানুষের কল্যাণ যেমন সম্ভব তেমনি সম্ভব এই অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধের নিষ্পত্তিও। আমরা বিশ্বাস করি এই সম্মেলনে মজবুত হবে সহজেই তার ভিত। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে শান্তি নিশ্চিত করা গেলে দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ উন্নতি যেমন সম্ভব তেমনি বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রেও সার্ক রাখতে পারবে ফলপ্রসূ অবদান।